শেষ বিকেলের গল্প

শামস্ রহমান

সৃষ্টি-স্রোতের তীব্রতা আজ অনেকটাই ভোতা
উদ্যম সাহস তেজ – এ সবই নিঃশেষ
চলার শক্তিও ফুঁড়িয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত
হয়তো অবশিষ্ট আর মাত্র কয়েকটি সূর্যাস্ত।
তারপর কোন এক অজ্ঞাত সূর্যাস্তের সাথে অস্ত যাব অসীমের গহ্বরে।

কি বিচিত্র এ জীবন !
জানি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবন থেমে থাকেনা অন্য কোন জীবনের অসত্তায়
তারপরও জীবন খোঁজে জীবন, থাকে প্রতীক্ষায়
অন্য আর এক জীবন-সান্নিধ্যের স্বপ্নে !
ঝুমুর, তুমি কি থাকবে পাশে জীবনের অনিশ্চিত শেষ কটা লগ্নে?
কোন এক প্রাঞ্জল প্রভাতে আমার দ্বারে খবর কাগজের স্তুপ দেখে, তুমি কি অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে বলবে –
'তুমি ভাল তো ?
কি কান্ড বলতো ! কতদিন জানালার পর্দাগুলো মেলনি – বলতে পার ?
অসহ্য সাফোকেটিং। দম বন্ধ হয়ে আসছে যে !'
টেবিলের উপর সারিসারি ওষুধের কৌটাগুলো দেখে বলবে কি –
'কি আশ্চর্য ! ওষুধগুলো যেমন রেখে গেছি ঠিক তেমনি পড়ে আছে আজও !
আর তোমার প্রিয় ফ্রেচ আর্ল্গ্রে চা – ডিব্বাটা দেখছি শূন্য !'
কৈশরে মা যেমন করে বলতো – 'তোকে নিয়ে এ এক যন্ত্রণা, আর পারি না'।
রুষ্ট শোনালেও ঠোঁটের কোণে আলোর ঝলক হয়ে ভেসে উঠতো ঐশ্বরিক মায়া। শত চেষ্টা করেও মা লুকাতে পারেনি তা আমার দৃষ্টি থেকে।
তুমিও কি তেমনি মায়ায় বকবে আমায় ?

পর্দা সরিয়ে জানালার দু'পাল্লা খুলে দিতেই এক রাশ বসন্ত বাতাস ভরে দেবে আমার ঘর;
সহস্র প্রহর পর নিস্তেজ ইন্দ্রিয় আবার 'জাগিবে উল্লাসে' মাউরীর অঙ্গবিন্যাসে
রাঙা মৃত্তিকার বিস্তৃর্ণ সমতলে আবার 'উঠিবে মেতে' মাবোদের নিত্যের তালে
এ যেন জীবনের পুনরাগমন !
যেন যৌবনের পুনর্জন্মগ্রহন !

যৌবনের প্রসঙ্গ এল বলেই বলছি -
যৌবনে শ্রাবণের ঝরঝর বৃষ্টিতে ভেজা ;
বর্ষায় টলমল জলে স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার ;
গ্রীষ্মে মামার বাড়ির কাঁচা-মিঠা বোলের ঘ্রাণ শ্বসন –
এ সবই ছিল নিত্যদিনের অর্জন।
আর মাঘের ভোরে দিদার চাদরে মুখ ঢেকে তোমাদের বাড়ির রস কাঁটা ! –
দিদা বলতো – 'ফজরের আজানের অনেক আগে যেও, নইলে খেলে নেশা হবে যে'!

সেদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি দিদার উপদেশ।
তখন নেশা হত যৌবনের উন্মাদনায়
তখন নেশা হত অনিশ্চিতের ভাবনায়
তখন নেশা হত সুকান্তের পূর্ণিমায়
তখন নেশা হত মূলে আমুল বদলের ডাকে
তখন নেশা হত জোয়ারে ধলেশ্বরির আঁকে বাঁকে
তখন নেশা হত পাহাড় ভাঙ্গা ঢলে
তখন নেশা হত সাঁওতালের নিত্যের তালে
তখন নেশা হত ঝাকড়া চুলের বিদ্রোহে
তখন নেশা হত শংকরের ঝংকারে
তখন নেশা হত 'সৃষ্টি-সুখের' আনন্দে
তখন নেশা হত নারীর গন্ধে।

আজ দিদা নেই।
আজ তাই রসের নেশায় ভুলে যেতে চাই অতীতের সব বেরস-নেশা।
দৃঢ়তায় যদিও বলি, তবে এ কেবলই অলীক কল্পনা।
জীবন্ত ভিসুভিয়াসের মত হৃদয় গভীরে গুমরে উঠে অতীত
বিমূর্ত বেশে ভেসে ভেসে আজও আসে –
সাঁওতালের সুর
বিদ্রোহ-বদলের হাক
শংকরের ঝংকার
পাহাড় ভাঙ্গা ঢলের ছন্দ
কাঁচা মিঠা বোলের গন্ধ
সৃষ্টি-স্রোতের আনন্দ।

ঝুমুর, যে হাতে তুমি এখনও বাঁধ নিতম্ব প্রসারিত কেশে দীঘল বেণি
যে হাতে তুমি এখনও রাঙাও ঠোঁট সাজাও ডাগর চোখ
ভুবন ভুলে আপন ভুবনে যে হাতে তুমি এখনও জড়াও নিজেকে অজন্তার আদলে
সেই বিশ্বস্থ হাত রেখে মোর হাতে পূর্ণিমা রাতে নিয়ে যাবে সেই পোড়ো বাড়ীর মস্ত পুকুরের
বাঁধানো ঘাটে ?
আলোকিত জোছনায় আর একটি বার দেখবো তোমায় আমার এত চেনা মুখখানি
আর একটি বার প্রাণ ভরে নেব শত সহস্র লগনের বিদিত ঘ্রাণ,
শুধুই ঘ্রাণ।

মেলবর্ণ, ২ জুলাই ২০১৯